৬।

24 JUL 1997

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 25 JUL 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও বোর্ড

# অচলাবস্থার অবসান ॥ তবে নতুন বছরের বই এখনও অনিশ্চিত

**স্টাফ রিপোর্টার ॥** জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে সৃষ্ট অচলাবস্থার বুধবার আপাত সমাধান হয়েছে। তবে আগামী বছরের শুরুতে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের কাছে পাঠ্যবই পৌছানো এখনও অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে। বোর্ডের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রদানে বিলম্ব, হঠাৎ করে গণপদোন্নতি ও গণবদলি এবং বই ছাপানোর দরপত্র বিভাগীয় পর্যায়ের গ্রহণের মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ না মানায় এ অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

বোর্ডের তালিকাভুক্ত বাঁধাইকারীদের লাগাতার বিক্ষোভে এ অনিশ্চয়তাকে আরও প্রকট করে তুলে। শেষ পর্যন্ত বাঁধাইকারীদের সাথে বোর্ড কর্তৃপক্ষের বুধবার আপোসরফা হয়েছে। 'পূর্বের নিয়ম অনুযায়ীই বাঁধাইকারীদের শতকরা

(শেষ পৃষ্ঠা ৩ কঃ দেখুন)

## অচলাবস্থার অবসান

(প্রথম পাতার পর)

৭০ ভাগ বই বাঁধাইয়ের কাজ দেয়া হবে'— এ শর্ত পূরণ করায় বাঁধাইকারীরা তাদের বিক্ষোভ কর্মসূচী প্রত্যাহার করে নেয়। ফলে বুধবার দরপত্র জমা দেয়ার শেষদিনে ছাপাখানার মালিকরা টেন্ডার জমা দিতে পেরেছে। ইতোপূর্বে বাঁধাইকারীরা একটি টেন্ডারও জমা দিতে দেয়া হবে না বলে ঘোষণা দিয়েছিল।

জানা গেছে, টাকা সাশ্রয়ের জন্য বোর্ড কর্তৃপক্ষ ছাপানো বইয়ের শতকরা ১০০ ভাগই ছাপাখানা থেকে বাঁধাইয়ের উদ্যোগ নেয়। কিন্তু পূর্ববর্তী বছরগুলোতে নিয়ম ছিল শতকরা ৩০ ভাগ ছাপাখানা এবং ৭০ ভাগ তালিকাভুক্ত বাঁধাইকারীরা বাঁধাই করবে। এ নিয়েই শুরু হয় বিরোধ। এদিকে কয়েক দিন আগে বোর্ডে গণবদলি ও পদোন্নতি হয়। এ নিয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ রয়েছে। ফলে কাজকর্মে গাফিলতি দেখা দেয়। এ গাফিলতির কারণেই প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের দরপত্র নির্দেশিকা গত ১৫ মে অনুমোদন লাভ করলেও বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয় ৩০ জুন। এখানেই বোর্ড পিছিয়ে যায় দেড় মাস। শেষ পর্যন্ত গত ২৩ জুলাই দরপত্র গ্রহণ শেষ হয়েছে।

সূত্র জানায়, এ দরপত্র পর্যায় শেষে হতে কমপক্ষে দু' মাস লাগবে। কেননা দরপত্রের সাথে দেয় ছাপাখানার কাগজপত্র পরীক্ষা এবং ছাপাখানাও সরেজমিনে পরিদর্শন করা হবে। এছাড়া দরপত্র অনুমোদনের জন্য প্রাথমিক গণশিক্ষা বিভাগে পাঠানো হবে। অর্থাৎ সেপ্টেম্বরের আগে দরপত্রের কাজই শেষ হবে না।

জানা গেছে, প্রতিবছর পরবর্তী বছরের পাঠ্যবই পূর্ববর্তী বছরের সেপ্টেম্বরের মধ্যে ছাপানো শেষ করে বিভিন্ন জেলা শহরে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এসব বই বিভিন্ন থানায় পাঠাতে জানুয়ারি মাস চলে আসে। কিন্তু এ বছর আর তা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে নির্দিষ্ট সময়ে বই পাওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।